নিরার অথই জল

নিরার অথই জল

আশরাফুন নাহার লিউজা

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Nirar Athoi Jol by Ashrafun Nahar Leuza
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95481 8 8

ঘরে বসে **অনিন্দ্য প্রকাশ**-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

বর্ষার একগুচ্ছ কদমফুলকে; যারা দুঃখ হয়ে কবিতা লেখায়।

সূচিপত্র

নিরার অথই জল ৯
দুঃখ তুমি ১০
কল্পনায় বসবাস ১১
আর কোনো কথা থাকে না ১২
কোথাও কি ছিলে তুমি ১৩
প্রতীক্ষা ১৪
মন ১৫
আবেগপ্রবণ কবি ১৬
শুনতে পাচ্ছ তিলোত্তমা-২ ১৭
নিবিড় ভালোবাসা ১৮
প্রত্যাশা ১৯
সংকট ১৯
শান্ড়ি ২০
আমি গৃহবন্দি নই ২১
আমি মহাপৃথিবী বলছি ২২
মহাদুর্যোগ ২৪
তাকে তুমি বলে দিয়ো ২৫
অন্যসময় ২৬
কেমন আছো হৃদি ২৭
অবাক ভালোবাসা ২৮
বেঁচে থাকার প্রেরণা ২৮
২৯ তুমি নেই
৩০ না-বলা কথা
৩১ সময়
৩২ নিরন্ড়র অপেক্ষা
৩২ ঝাপসা দৃষ্টি
৩৩ সময়ের পরিক্রমা
৩৪ সৃষ্টি সুখের আশা
৩৪ বৃষ্টি
৩৫ নামহীন কথামালা
৩৬ নিবেদিতার দিনরাত্রি
৩৭ মনকে সামলে রাখি
৩৮ সুন্দর দিনের প্রত্যাশা
৩৯ যত্নে রাখা দুঃখ
৪০ দিঠি তার নাম
৪১ আশায় বাঁচি
৪২ দুঃখবোধকে দিয়েছি ছুটি
৪৩ আবেগ খুঁজি
৪৪ আত্মকথন
৪৫ আমার কোনো অতীত নেই
৪৬ আমি জন্মেছি আজ
৪৭ অবরুদ্ধ প্রেম
৪৮ তুমি শুভ্র প্রেম

নিরার অথই জল

আমার বসবাস মহাসমুদ্রের কোল ঘেঁষেই
কখনো উত্তাল ঢেউ, কখনো নোনাজল
এসে আছড়ে পড়ে আমার মাঝে!
জানিস বাবুই, আমি এখন আর বিচলিত হই না।
মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে,
নোনাজলের নোনাব্যথায় মিশে মিশে
নিজেকে সামলে নিতে শিখেছি।
শুধু মনে হয় এই বালুচরে যদি ভুল করে হলেও
তোর দেখা পেতাম একদিন,
অভিমান আর অনুরাগে প্রশ্ন করতাম
কেন এতটা দুঃখ দিয়েছিলি!
বাবুই আমার দুর্বল হৃৎপিণ্ডের
সহ্যক্ষমতা কতটুকু তা তুই পরিমাপ করতে পারিসনি,
আমার নরম-কোমল মনের শক্তি কতটুকু
তাও তুই বুঝতে পারিসনি!
বিশ্বাস কর বাবুই আমার কোনো অভিযোগ নেই
বিন্দুমাত্র নেই;
আমার দুর্বল হৃৎপিণ্ড আর কোমল মনের
দায়ভার তো একান্তই আমার।
যে মহাসমুদ্রের কোল ঘেঁষে আমি বাস করি
তার অথই জলে, এখনো আনমনে দেখি
তোরই প্রতিচ্ছবি!

দুঃখ তুমি

দুঃখ তুমি লুটিয়ে পড়ো তীব্র ক্ষোভের পায়ে,
নত মাথায় মেনে নাও সমস্ড় দোষ গায়ে।
দুঃখ তুমি বাজিয়ে চলো কর"ণ বিরহী সুর,
সুখপাখিটা উড়ে যাক যোজন যোজন দূর।
দুঃখ তুমি লুকিয়ে থাকো শীত চাদরের ভাঁজে,
সকাল দুপুর বিকেল গড়ায় ভীষণ ব্যস্ড় কাজে।
দুঃখ তুমি ঘুমিয়ে যাও রাতের গভীর অন্ধকারে,
সুখকাঠি আজ বাজবে না আর ঘরের বন্ধদ্বারে।

কল্পনায় বসবাস

যদি দেখা হয় কখনো আকাশপথের যাত্রী হয়ে
পাশের সিটে হাসিমুখে যত্ন করে বসতে দিয়ো,
তোমার কাঁধ বাড়িয়ে আলতো করে হাতটা ধরে
আমার ক্লান্ড় মাথা রাখতে দিয়ো।
শীতল হাওয়া যখন আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা দেবে
তোমার গলার স্বরের উষ্ণ কথা শুনতে দিয়ো,
ভুলে যদি কখনো আমি ঘুমিয়ে পড়ি
চাদরটাকে মায়া মেখে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ো।

আর কোনো কথা থাকে না

ভালোবাসার আকস্মিক মৃত্যুর পরে
আর কোনো কথা থাকে না।
নিয়ন্ত্রিত আবেগের সীমানা পেরিয়ে
কণ্ঠস্বর চিরে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে আসে হয়তো
কিন্তু বাক্যে পরিণত হতে পারে না খণ্ডবিখণ্ড অনুভূতি,
মন আর মননের আবর্তনে ঘুরতে থাকে হযবরল!
অনেকবার ইচ্ছে করে ভীষণ ইচ্ছে করে,
আলতো করে বলি, 'কেমন আছ তুমি?'
বলা হয় না; শোনা হয় না, দেখা হওয়া তো প্রশ্নাতীত।
তবে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করি রোজ;
কেন আমাকে নির্বোধ করে রেখেছিলে হে ঈশ্বর?
মিথ্যে বন্ধনের নিয়ন আলোয় কেটেছে কত সন্ধ্যা,
টুকরো কাচের মতো ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস আর
বিষাক্ত তিরের আঘাতেও কেন বুঝতে পারিনি
সূর্যের প্রখর তাপের মতো কঠোর কঠিন বাস্তবতা!
আমার বোধোদয় হয়েছে ঠিকই
তবে ভালোবাসার আকস্মিক ও নির্মম মৃত্যুর পরে,
যখন আর কোনো কথা থাকে না
থাকে শুধু শূন্য চোখের করুণ দৃষ্টি
আর চেপে রাখা অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস।
জানি তুমি আজও বুঝবে না
ভালোবাসার দাফনের পরে
কোথাও কিছু বলার থাকে না।

কোথাও কি ছিলে তুমি

আমার বারান্দার সবুজ অর্কিডে
বিকেলের ছাদে খোলা বাতাসে
টিপটিপ কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে?
স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ খুঁজতে থাকি
খুঁজতে থাকি একটুকরো সুন্দর স্মৃতি!
তোমার আমার কোনো সুন্দর স্মৃতি নেই
মাছরাঙার ঠোকরে দাগ কাটা মুহূর্ত নেই...

প্রতীক্ষা

বর্তমানে; জীবনের বাঁকে বাঁকে
এক একটা বিকেল আমার,
অথচ কী মারাত্মক অযৌক্তিক
প্রতীক্ষায় বসে থাকে মন!

মন

মনকে বলি হও না খারাপ একটুখানি
দুচোখ বেয়ে ঝরতে থাকুক নোনাপানি,
মন যে এখন কঠোর কঠিন সবল তবে
গিয়েছে ভুলে পেয়েছে ব্যথা শেষ কবে!
মনকে বলি একটু তাকাও সবুজ ঘাসে
অনেক বেশি বদলে গেছ কয়েকমাসে,
মন যে এখন শোনে না আর আমার কথা
সবকিছুকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেয় নিজের ব্যথা!
মনকে বলি একটু দাঁড়াও তোমার সাথে কথা আছে
স্বপ্নগুলো হাওয়ার সাথে দুলছে দেখো গাছে গাছে,
উত্তরে মন বাঁকা চোখে দেয় যে ভীষণ অট্টহাসি
পৃথিবীকে বলে না আর; তাকে আমি ভালোবাসি!

আবেগপ্রবণ কবি

আমার বৃষ্টিবিলাস হারিয়ে গেছে
মিষ্টি রোদের মাঝে,
স্বপ্নগুলো কাঁদায় না আর
সকাল দুপুর সাঁঝে।
আমার দুঃখগুলো পালিয়ে গেছে
আনন্দ সুখ দেখে,
ইচ্ছেগুলো হাওয়ায় ওড়ে
রংধনু রং মেখে।
আমার কল্পনা সব মিলিয়ে গেছে
বাস্ড়্বতার প্রেমে,
নিত্যদিনের শুভক্ষণ
সাজিয়ে রাখি ফ্রেমে।
আমার কষ্টগুলো ফুরিয়ে গেছে
আঁকি রঙিন ছবি,
অথই জলে ভাসে না আর
আবেগপ্রবণ কবি।